



124294 - স্বামী-স্ত্রী দুইজনরে মাঝে ভীব্র বরিধে, আমরা কিতাকে তালাক দয়োর উপদশে দবি?

প্রশ্ন

আমি একজন ববাহতি পুরুষ। আমার কয়কেজন সন্তান ও একজন স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু, স্ত্রীর সাথে সব সময় আমার ঝগড়া লগে থাকে। আমি অনেকবার তার সাথে আমার সমস্যা নরিসনরে উদ্যোগ নিয়েছি; কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। সে তালাকরে প্রতিন্তুষ্ট নয়। জবৈকি দকি থেকেও সে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। আমাদের এখানে প্রথাগতভাবে দ্বিতীয় ববাহ অনুমতিনয়। কথিবা মানুষ ববাহতি পুরুষরে কাছে তাদরে ময়েদেরেকে বয়িে দেয় না। আমার আশংকা হচ্ছে- এভাবে চলতে থাকলে আমি হারামে লপিত হতে পারি। আপনারা আমাকে অবহতি করুন ও গাইড করুন। আমি আশা করব আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে, কথিবে আমি এ সমস্যা থেকে মুক্তি পতে পারি। এর ভাল সমাধান কী হতে পারে? আল্লাহ আপনারেকে উত্তম প্রতদিন দিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

কোন ঘরই সমস্যা মুক্ত নয়। কিছু ঘররে সমস্যা মামুলি। আর কিছু ঘররে সমস্যা জটলি। যনি তার সমস্যা সমাধান করতে চান কথিবা অন্যরে সমস্যা নরিসন করতে চান তাকে সমস্যার কারণগুলো জানতে হবে; যগুলো পরপ্রিক্ষেতিে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, কথিবা দুই বন্ধুর মাঝে, কথিবা পতি-পুত্ররে মাঝে কথিবা য়ে কোন পক্ষরে মাঝে বরিধে, ঝগড়াঝাঁটি ও মন কষাকষি সৃষ্টি হয়।

আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে কী নিয়ে মতবরিধে তা আমরা জানিনি। তাই আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দবি, যগুলো আপনার জন্য ও অন্য কারো জন্য উপকারী হবে।

প্রিয় ভাই, আপনি আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে এ সমস্যাগুলোর কারণ খুঁজে বরে করুন। হতে পারে আপনি এ সমস্যাগুলোর মূল ও প্রধান কারণ। আপনার এমন কোন স্বভাব যা আপনি পরবির্তন করতে পারছেন না, কথিবা আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার খারাপ আচরণ, কথিবা আপনার স্ত্রী ও তার সন্তানদের প্রতিনি আপনার অবহলো কথিবা অন্য কোন কারণ যার কোন সীমা নাই। তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে নিজরে ভুলগুলো শোধরানো। আপনার উচিত হচ্ছে- সে ভুলগুলো যদি আপনার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোর কারণগুলো দূর করা। আপনার অজানা নয় য়ে, স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ,



সত্ৰীকে গুৰুত্ব দয়ো, সত্ৰীৰ কাজৰে প্ৰশংসা কৰা, সন্তানদৰে যত্ন নয়ো এবং বাড়ীৰ প্ৰয়োজনীয় জনিসিপত্ৰ সৰবৰাৰ কৰা ইত্যাদি প্ৰত্যেকেটি স্বামীৰ প্ৰতি সত্ৰীকে সন্তুষ্ট কৰে, উভয়ৰে মাঝে সম্প্ৰীতি আনয়ন কৰে, ঘৰৰে মাঝে দয়া বসিতাৰ কৰে।

আৰ আপনাদৰে উভয়ৰে মধ্যস্থতি সমস্যা ও বৰিোধগুলোৰ কাৰণ যদি আপনাৰ সত্ৰীৰ পক্ষ থেকে হয় তাহলে আপনাৰ কৰ্তব্য হচ্ছ- প্ৰজ্ঞা ও সদুপদেশে মাধ্যমে এৰ সূৰাহা কৰা। স্বামীৰ জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছ- মূলতঃ ও বশেৰিভাগ ক্ৰত্ৰে- সত্ৰীকে অনুগত বানানো, সত্ৰীৰ অপছন্দীয় জনিসিকে পছন্দনীয় কৰে তোলা, পছন্দনীয় জনিসিকে অপছন্দনীয় কৰে তোলা। কাৰণ কোন নারী যখন কোন পুৰুষকে স্বামী হসিবে মনে নতি সন্তুষ্ট হয় তাৰ পছন্দ ও অভিপ্ৰায় অনুযায়ী বসবাস কৰতেও সন্তুষ্ট থাকে। এটা শৰ্ত নয় যে, সত্ৰী আগতে থেকে সটোকে পছন্দ কৰতে হবে কিংবা সটোৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটা সকল সত্ৰীৰ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। এ কাৰণে সত্ৰী তাৰ স্বামীৰ অনুগামী হয়ে থাকে। এ হত্ৰ কাৰণই মুসলিম নারীকে কাফৰেৰে কাছ বয়ি দয়ো হাৰাম। এ হত্ৰ কাৰণই সৎ স্বামী নৰিবাচন কৰাৰ আদশে দয়ো হয়েছ। যনে স্বামী সচ্চৰিত্ৰবান ও দ্বীনদাৰ হয়; যাত কৰে নারী তাৰ দ্বীনদাৰি ও চৰিত্ৰ দ্বাৰা নতেবাচকভাবে প্ৰভাবতি না হয়।

দুই:

হতে পাৰে কোন স্বামীৰ মনোবৃত্তিৰ সাথে সত্ৰীৰ মনোবৃত্তি মলিবে না। না স্বামী তাৰ সত্ৰীৰ সাথে ভাল আচৰণ কৰতে সক্ষম; আৰ না সত্ৰী তাৰ স্বামীৰ বধে ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাৰ ডাকে সাড়া দতি প্ৰস্তুত। এমন হলে এটাই তাদৰে দু-জনৰে মাঝে বচ্ছদেৰে স্টেশন। এমতাবস্থায় তাৰা দুইজন স্বামী-সত্ৰী হসিবে থাকা সময় নষ্ট কৰা এবং সমস্যা ও পাপ-পঙ্কলিতাকে বাড়ানো ছাড়া আৰ কিছু নয়।

প্ৰশ্নে যা এসছে সে আলোকে আমাৰ বলতে চাই: যদি স্বামী দখেনে যে, সত্ৰী স্বামীৰ জন্য নজিকে সংশোধন কৰতে প্ৰস্তুত নয় এবং স্বামী নজি এ সকল সমস্যাৰ কাৰণ নয়; তাহলে তাৰ সামনে তালাক ছাড়া আৰ কোন রাস্তা নই। আৰ এটাই সৰ্বশেষে সমাধান! এই সমাধান সত্ৰী সন্তুষ্ট থাকা শৰ্ত নয়। তালাক কাৰ্যকৰ হওয়ার ক্ৰত্ৰে তাৰ সন্তুষ্টি ধৰ্তব্য নয়। আমাৰ সমস্যাগুলোৰ সমাধান হসিবে তালাককে উল্লেখ কৰছে নিম্নোক্ত কাৰণগুলোৰ প্ৰক্ষেতি যে কাৰণগুলো আপনাৰ প্ৰশ্নৰে মধ্য এসছে:

১. সত্ৰীকে সংশোধন কৰা সম্ভবপৰ না হওয়া এবং দীৰ্ঘকাল ধৰে আপনাদৰে দুই জনৰে মাঝে বৰিোধ চলমান থাকা।

২. পৰবিশেষত কাৰণে অন্য কোন নারীকে আপনি বয়ি কৰতে না পাৰা।

৩. আপনাৰ যটন চাহদিৰ ডাকে আপনাৰ সত্ৰী সাড়া না দয়োর প্ৰক্ষেতি আপনি হাৰামে লপিত হওয়ার আশংকা কৰা।

তাই আপনি তাকে সৰ্বশেষে সুযোগ দনি এবং তাৰ নজিকে ও নজিৰে অবস্থাকে শোধনাৰেৰ জন্য একটী সময় নৰিদ্ৰিষ্ট



করুন। যদি তার পক্ষ থেকে কোন পরবর্তন না ঘটে তাহলে তালাক দিতে আপনি দ্বিধা করবেন না এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ্ শরিয়ত অনুযায়ী আপনি এখন মুহসান (বিবাহিত)। আল্লাহ্ না করুন হারামে লিপ্ত হলে আপনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যা। ইসলামে অন্যরে অধিকার লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে অনেকে হুমকি এসেছে এবং ব্যভচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অনেকে সতর্কবাণী এসেছে; আল্লাহ্ যা হারাম করছেন। অতএব, এর থেকে সর্বমোট সতর্ক থাকুন।

আল্লাহ্ই তাওফিকদাতা।